## কলকাতা উচ্চ আদালত
## ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

**উপস্থিতঃ- মাননীয় বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত**

**২০১৭ সালের সি. আর. আর. নং-১৬৬১**

**বিষয়বস্তু**

**অঞ্জনা সাহা**

**বনাম**

**সুব্রত শীল ও আরেকজন**

| | |
|---|---|
| **আবেদনকারীর জন্যঃ** | **শ্রী সুব্রত সাহা , আইনজীবী** |
| | **শ্রী অভিক বিশ্বাস , আইনজীবী** |
| **ওপি নং ২-এর জন্যঃ** | **শ্রী অনির্বাণ মজুমদার, আইনজীবী** |
| | **শ্রী সোমনাথ দে, আইনজীবী** |
| **রাজ্যের জন্যঃ** | **শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালা, উকিল,** |
| | **শ্রী প্রতীক বসু, উকিল।** |

**বিচার -** **২০.১১.২০২৩**

**<u>বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত-</u>**

এটি নদিয়ার বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কল্যাণী কর্তৃক প্রদত্ত বিবিধ মামলা নং 4 (A)/2012 এর 127 Cr.P.C এর অধীনে 2রা ফেব্রুয়ারী 2017 তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার 401 সহ পঠিত একটি আবেদন।

মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হলো, বর্তমান আবেদনকারী ওপির স্ত্রী হওয়ায় তিনি ১২৭ সিআরপিসি ধারার অধীনে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন।

২০০৩ সালের এমআইএসসি মামলা নং ১০৮ অনুসারে ১২৫ সিআরপিসি ধারা অনুসারে তার পক্ষে পূর্বে প্রদত্ত ভরণপোষণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য, যা প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যুক্তি হল যে ২০০৯ সালে আদেশটি জারি করা হয়েছিল। এরপর থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীত পক্ষ অর্থাৎ আবেদনকারীর স্বামী ভারতীয় রেলওয়ের একজন কর্মচারী এবং প্রতি মাসে ৩৫,০০০ টাকা আয় করেন। ৫,০০০ টাকা ভরণপোষণের পরিমাণ তার জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তিনি প্রতি মাসে ১২,৫০০ টাকা ভরণপোষণ ভাতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারী এবং বিপরীত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ১২৭ সিআরপিসি ধারা অনুসারে আবেদনটি মঞ্জুর করেন। এবং বিপরীত পক্ষের স্বামীকে আদেশের তারিখ থেকে প্রতি মাসে ৬,৫০০ টাকা ভরণপোষণ প্রদানের নির্দেশ দেন।

তাই এই সংশোধন।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে বর্তমান আবেদনকারী একজন নিঃস্ব মহিলা এবং তার নিজের ভরণপোষণের জন্য কোনও স্বাধীন আয়ের উৎস ছিল না। প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা ভরণপোষণের পরিমাণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সূচক বৃদ্ধির সাথে সাথে দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আপত্তিকর আদেশ

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ভুল ৬,৫০০/- টাকা বর্তমান সময়ে একজন ব্যক্তির জীবনযাত্রার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি আরও যুক্তি দেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিপক্ষ পক্ষের মাসিক আয় বছরে বছরে নিয়মিত বৃদ্ধি পেয়েছে তা বিবেচনা না করে ভুল করেছেন। বিপক্ষ পক্ষের আয় বিবেচনা করে ৬,৫০০/- টাকার ভরণপোষণের পরিমাণ খুবই নগণ্য। তাই তিনি বিপক্ষ ভাতার প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।

বিবাদী পক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোনও অবৈধতা নেই। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের যুক্তি রেকর্ড করেছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ হল যে বিবাদী পক্ষ প্রতি মাসে ৩৫,০০০ টাকা আয় করতো তা প্রমাণ করার জন্য তার কাছে কোনও নথি ছিল না। তিনি আরও যুক্তি দেন যে বর্তমান আবেদনকারী বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে বর্ধিতকরণ দাবি করতে পারবেন না। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ ২০১৭ সালে। যদি আবেদনকারী এতটাই সংক্ষুব্ধ হন তবে তিনি ভরণপোষণ ভাতা বৃদ্ধির জন্য ১২৭ সিআরপিসি ধারার অধীনে আরেকটি আবেদন করতে পারেন। কোনও

আপত্তিকর আদেশে অবৈধতা রয়েছে, তাই তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনী খারিজ হওয়ার যোগ্য।

বিপরীত পক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, স্ত্রী/আবেদনকারী বর্তমান অপ/স্বামীর বিরুদ্ধে ৪৯৮এ এবং ৪০৬ ধারায় দুটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন। উভয় ফৌজদারি মামলাই বর্তমান বিপরীত পক্ষকে খালাস দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। বিজ্ঞ আদালত বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বর্তমান আবেদনকারী ক্ষতিপূরণের বর্ধিত পরিমাণ পাওয়ার অধিকারী নন।

শিক্ষিত উকিলের কথা শুনেছেন।

রেকর্ডে থাকা তথ্যাদি পর্যালোচনা করেছি এবং ১২৭ সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তিকর আদেশও পর্যালোচনা করেছি। আমার মনে হচ্ছে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতি মাসে ভরণপোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৬,৫০০/- টাকা করা হয়েছে। ২০১৭ সালে আদেশটি জারি করা হয়েছিল এবং আদেশের তারিখ থেকে বর্ধিত পরিমাণ ওপি কর্তৃক পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য যে ২০১৭ সালে একজন ব্যক্তি মাসিক ৬,৫০০/- টাকা ভরণপোষণের জন্য তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন না। আরও মনে হচ্ছে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বিপরীত পক্ষ একজন রেলওয়ে কর্মচারী। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিপক্ষ পক্ষের দায় সম্পর্কে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

তাছাড়া, **রজনীশ বনাম নেহা (২০২১) ২ SCC ৩২৪** মামলায় গৃহীত মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পক্ষগুলির দ্বারা আয় বা ব্যয়ের কোনও হলফনামা আদান-প্রদান করা হয় না।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ৪৯৮এ অথবা ৪০৬ আইপিসির অধীনে শুরু হওয়া ফৌজদারি মামলায় ফৌজদারি আদালতের পর্যবেক্ষণ স্ত্রীকে ১২৭ সিআরপিসি ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ বা বর্ধিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমার মনে হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত ভরণপোষণের পরিমাণ ৬,৫০০/- টাকা বৃদ্ধি খুবই সামান্য এবং এটি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আমার মতে, নিঃস্ব স্ত্রীর ভরণপোষণের পরিমাণ স্বামীর আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এই ক্ষেত্রে, আমি মনে করি আবেদনকারীর ভরণপোষণের জন্য ১০,০০০ টাকা যথেষ্ট হবে।

তদনুসারে, তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ভরণপোষণের পরিমাণ ৬,৫০০/- টাকা বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- টাকা করা হচ্ছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আপত্তিজনক আদেশের অন্য অংশটি অপরিবর্তিত থাকবে।

তদনুসারে, তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন নিষ্পত্তি করা হলো।

সংযুক্ত সিআরএএন আবেদনগুলি যদি মুলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মুলতুবি থাকার সময় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের যে কোনও আদেশও খালি করা হয়।

রায়ের সার্ভার কপি এবং জরুরি সার্টিফায়েড কপির উপর ব্যবস্থা গ্রহণকারী পক্ষগুলিকে স্বাভাবিক শর্তাবলীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

**(বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত)**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**